যুগান্তর— ১৭ অক্টোবর, ২০০৯ পৃষ্ঠা— ৪, শ্রেণী-০৭০.৪৪

ড. মুনীরউদ্দিন আহমদ

বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানি ও গিনিপিগ জনগণ

যুগান্তর ১৭.১০.০৯ পৃ-৪

ওষুধ শিল্প

ফাইজার (PFIZER) বিশ্বের সর্ববৃহৎ ওষুধ কোম্পানি। সম্প্রতি বিশ্বের এই জায়েন্ট ওষুধ কোম্পানিকে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ ৪টি ওষুধের বেআইনি প্রমোশনের জন্য প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকা (২.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) জরিমানা করেছে। জালিয়াতির দায়ে কোন কোম্পানির এত বড় অংকের জরিমানা আগে কোন সময় করার ইতিহাস নেই। যে চারটি ওষুধের বেআইনি প্রমোশনের জন্য ফাইজারকে এ জরিমানা করা হয়েছে সেগুলো হল— ব্যথা নিবারক বেকস্ট্রা (জেনেরিক নাম-ভালডেকক্সিব), মানসিক রোগের ওষুধ জিওডন (জেনেরিক : জিপ্রাসিডন), অ্যান্টিবায়োটিক জাইভক্স (লিনেজোলিড) এবং মৃগি রোগের ওষুধ লিরিকা (প্রেগাবেলিন)। জরিমানার টাকার পরিমাণ আমাদের কাছে বিশাল মনে হলেও ফাইজারের জন্য তা খুব বড় কিছু নয়। এ জরিমানার টাকা পরিশোধে কোম্পানিটির বেগ পাওয়ার কথা নয়। কারণ ২০০৯ সালের প্রথম চার মাসেই ফাইজার প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা মুনাফা করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) কোন ওষুধের লাইসেন্স প্রদান করলে চিকিৎসকরা তাদের বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ করে সেই ওষুধ লেবেলে বর্ণিত তথ্য, নির্দেশ বা প্রয়োগবিধি বহির্ভূতভাবে অন্য কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি যে নির্দিষ্ট ব্যবহারের জন্য ওষুধের লাইসেন্স লাভ করে থাকে, তার বাইরে অন্য কোন ব্যবহারের জন্য ওই ওষুধ উৎপাদন, বাজারজাত ও প্রমোট করতে পারে না। ফাইজারের অধীন কোম্পানি ফার্মাসিয়া অ্যান্ড উপজন কোম্পানি ব্যথার ওষুধ বেকস্ট্রা নিয়ে ঠিক এ বেআইনি কাজটি করার কারণে আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়। বেকস্ট্রা নিরাপদ ওষুধ নয়। এ ওষুধটি ব্যবহারের ফলে হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি বহুলাংশে বেড়ে যায়। সে কারণে ফাইজার ২০০৫ সালের ৭ এপ্রিল বেকস্ট্রা বাজার থেকে তুলে নিতে বাধ্য হয়। আগেই বলা হয়েছে, ফাইজার বিশ্বের সর্ববৃহৎ ওষুধ কোম্পানি। ফাইজারের অসংখ্য ওষুধের মধ্যে বেশকিছু ওষুধ ব্লকবাস্টার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষ এ নামিদামি ওষুধ কোম্পানির ওষুধ ব্যবহার করছে। ফাইজারের একটি ব্লকবাস্টার ওষুধের নাম লিপিটর (সক্রিয় উপাদান অ্যাটর-ভ্যাস্টেটিন যা কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইড কমানোর জন্য ব্যবহৃত হয়)। কোন এক বছরে লিপিটরের বিক্রির পরিমাণ ছিল ২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা)। প্রিয় পাঠক, বাংলাদেশের ওষুধের বাজার ৪-৫ হাজার কোটি টাকার বেশি নয়। ২০০৮ সালে ফাইজারের রেভেনিউ ছিল ৪৮.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্বের সর্ববৃহৎ ওষুধ কোম্পানি যখন একাধিক বহুল প্রচলিত ওষুধ নিয়ে জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়, তখন জনগণমানের কথা বিবেচনায় নিয়ে দেশীয় ওষুধ বাদ দিয়ে বহুগুণ বেশি দামে ফাইজারের মতো কোম্পানির ওষুধ কিনতে আমরা কেন উদ্বুদ্ধ হই, তা নিয়ে চিন্তা করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

ছয় বছর আগে ফাইজার কোম্পানির মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ জন ক্যাপচিনস্কি ফাইজারের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা ঠুকে দেয়ার পর জালিয়াতির ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়। শক্তিশালী ফেডারেল তদন্ত কমিটির তদন্তে প্রমাণিত হয়— ফাইজার কোম্পানি ওষুধের লেবেলে নির্দেশিত বিধিবিধান লংঘনের মাধ্যমে ওষুধ বাজারজাত ও প্রমোশন করে নরহত্যার শামিল অপরাধে অপরাধী। ক্যাপচিনস্কি ইউএস টুডেকে বলেন, ফাইজার তাকে বাতরোগ এবং অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞদের কাছে আর্থ্রাইটিস চিকিৎসার জন্য এফডিএ কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত ১০ মিলিগ্রামের পরিবর্তে ২০ মিলিগ্রামের ওষুধের স্যাম্পল বিতরণের নির্দেশ দেয়। এক বিবৃতিতে ক্যাপচিনস্কি বলেন, যে কোন কিছুর বদৌলতে আমার দায়িত্ব ছিল পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধে নিয়োজিত সেনাদের জীবন রক্ষা করা। কিন্তু ফাইজারের কাছে টার্গেট হল— জীবনের বিনিময়ে হলেও মুনাফা অর্জন। এ মুনাফা অর্জনের অন্যতম হাতিয়ার হল— মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ এবং চিকিৎসক। ওষুধ কোম্পানিগুলোর এ অসাধু মনোভাবের কারণে বিশ্বে বহু মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে। উন্নত ও প্রভাবশালী দেশগুলোর সমর্থনপুষ্ট এসব জায়েন্ট ওষুধ কোম্পানি বিশ্বব্যাপী অপ্রতিরোধ্য গতিতে একচ্ছত্র ব্যবসা ও মুনাফা করে যাচ্ছে। এদের ওপর সরকার বা প্রশাসনের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত শিথিল। পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা গেছে, স্বাস্থ্যের ওপর যদি হাজার কোটি টাকার মুনাফা প্রাধান্য পায়, তখন অবৈধ অনাকাঙ্ক্ষিত, ক্ষতি বা বিপজ্জনক ওষুধের উৎপাদন, বাজারজাত ও প্রমোশনের কারণে অনেক বড় ধরনের ট্র্যাজেডির সূত্রপাত হয়। আগেই বলেছি, ওষুধ কোম্পানিগুলোর মূল টার্গেট চিকিৎসক। চিকিৎসকদের প্রলোভন দেখিয়ে বা বিভিন্নভাবে প্ররোচিত করার মাধ্যমে ওষুধ কোম্পানিগুলো তাদের ওষুধ যৌক্তিক-অযৌক্তিকভাবে প্রেসক্রাইব করতে উদ্বুদ্ধ করে। এতে করে কোম্পানির ওষুধের কাটতি বেড়ে যায়, বেড়ে যায় মুনাফা। উৎপাদিত ওষুধের উপযোগিতা বা প্রয়োজনীয়তা রোগের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত না হলেও চিকিৎসকরা বহু ক্ষেত্রে এসব ওষুধ প্রেসক্রাইব করতে মোটেও দ্বিধা করেন না। এসব অপকর্মে ফাইজার একমাত্র দায়ী কোম্পানি নয়। বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির ওষুধের ওপর আমাদের আস্থা অপরিসীম। আমাদের ধারণা, তারা ভালো ওষুধ বানায় এবং তাদের ওষুধের গুণগত মান ভালো। কিন্তু আমরা এসব জায়েন্ট বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির অপকর্ম ও জালিয়াতির খবর খুব কমই রাখি। কিছুদিন আগে আমি আমার এক কলামে আরো এক ফার্মাসিউটিক্যাল জায়েন্ট মার্কের প্রদাহ, গেঁটেবাত আর্থ্রাইটিস এবং তীব্র ব্যথা-বেদনার জন্য ব্যবহৃত বহুল প্রচলিত ওষুধ ভায়োক্স (রফে কক্সিব) ব্যবহারের ফলে বিশ্বের শত সহস্র মানুষের হৃদরোগ ও স্ট্রোকে মৃত্যুর ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম। ভায়োক্সের এ মরণঘাতী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথা জানা সত্ত্বেও কোম্পানি ওষুধটি বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নিতে ৪ বছর সময় নিয়েছিল। এ সময়ে বিশ্বের প্রায় ৮ কোটি মানুষ এ বিপজ্জনক ওষুধটি গ্রহণ করেছিল।

এফডিএ চিকিৎসকদের ওষুধের 'অফ লেবেল' ব্যবহারের জন্য অনুমতি প্রদান করলেও অনেক চিকিৎসক নিজেদের বিচার-বিবেচনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর না করে ড্রাগ রিপ্রেজেনটেটিভদের ওপর নির্ভর করেন ওষুধ সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তির জন্য। কোন কোন সময় চিকিৎসকরা নামিদামি চিকিৎসকদের প্রেসক্রাইবিং প্র্যাকটিসকে অনুসরণ করে দায় সারেন। কারণ অধিকাংশ চিকিৎসকের পড়াশোনা ও জ্ঞানার্জনের জন্য কোন সময় থাকে না। যতই দিন যাচ্ছে ততই রোগ বাড়ছে, ওষুধও বাড়ছে। সুতরাং হাজার হাজার ওষুধের ওপর যথাযথ জ্ঞানার্জন ও ধারণ করা সহজসাধ্য নয়। এমনও শোনা যায়, অনেক চিকিৎসক ড্রাগ প্রমোশন অফিসার বা ড্রাগ রিপ্রেজেনটেটিভদের পরামর্শ নিয়ে রোগ চিকিৎসায় ওষুধ প্রেসক্রাইব করে থাকেন। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, অনেক চিকিৎসকের পক্ষে প্রতি পাঁচটি ওষুধের মধ্যে অন্তত একটি ওষুধের লাইসেন্সিং স্ট্যাটাস নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এর অর্থ হল— এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পক্ষে ড্রাগ রিপ্রেজেনটেটিভের মতামত ও পরামর্শ নেয়া ছাড়া আর কোন গতি থাকে না। বিশ্বজুড়েই 'অফ লেবেল' ওষুধের ব্যবহার ব্যাপক। যুক্তরাজ্যে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, যথাযথ বিকল্প না থাকলে চিকিৎসকরা ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটের ৯০ শতাংশ নবজাতক শিশুর ক্ষেত্রে এবং পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের ৭০ শতাংশ শিশুর ক্ষেত্রে লাইসেন্সবিহীন ও 'অফ লেবেল' ওষুধ ব্যবহারের ফলে শিশুদের জীবন বিপন্ন হওয়াটা কোন মতেই অস্বাভাবিক নয়।

উপরে বর্ণিত জালিয়াতি ও কেলেংকারির ঘটনা ফাইজারের জন্য নতুন নয়। ১৯৯৬ সালে অন্য এক জালিয়াতি নিষ্পত্তির জন্য ফাইজারকে ৪৫০ মিলিয়ন ডলার জরিমানা করা হয়েছিল। ওই সময় যে ওষুধটি এ জালিয়াতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল তার নাম নিউরোন্টিন। এ ওষুধের জেনেরিক নাম গাবাপেন্টিন। মৃগি রোগে এর ব্যবহার। এ ওষুধটিকে সিজার বা মৃগি রোগে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু ফাইজার ওষুধটিকে বাইপোলার ডিসঅর্ডার চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য অবৈধভাবে প্রমোশন চালিয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ প্রস্তুতকারক জোট Drug Company Cartel তাদের অপ্রয়োজনীয় ও বাজে ওষুধ বিপণনে প্রতি বছর প্রতি চিকিৎসকের পেছনে গড়ে ৩০ হাজার মার্কিন ডলার ব্যয় করে। এসব ওষুধের প্রমোশনে বার্ষিক মোট ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ১৯ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ১ লাখ ৩৩ হাজার কোটি টাকা)। তুলনার জন্য প্রিয় পাঠকদের আগে জানিয়েছি বাংলাদেশের ওষুধের বাজার ৪ থেকে ৫ হাজার কোটি টাকার বেশি নয়। তবে বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলোর এ বিশাল অবৈধ ও অনৈতিক বিনিয়োগ কোনমতেই অর্থহীন বলা যাবে না। কারণ এ বিনিয়োগ ড্রাগ কোম্পানি কার্টেলকে শতসহস্র গুণ বেশি মুনাফা এনে দিচ্ছে। এসব মুনাফার অর্থ যাদের পকেট থেকে যাচ্ছে তারা অসহায়-নিরীহ মানুষ। তারা জানে না কি ওষুধ তারা নিচ্ছে, কেন নিচ্ছে, এসব ওষুধের উপকারিতা, উপযোগিতা বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কি হতে পারে। ওষুধ কোম্পানিগুলো তাদের উদ্ভাবিত ও বাজারজাত ওষুধের ট্রায়ালের জন্য আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে গিনিপিগের মতো ব্যবহার করে। এ গিনিপিগের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে বিশ্বের হাজার হাজার মানুষ বিষক্রিয়া, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা মিথস্ক্রিয়ার কারণে জীবন দিয়েছে, হাজার হাজার মানুষ পঙ্গু হয়ে গেছে বা শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসব অবৈধ ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ওষুধ কোম্পানিগুলোকে কোন কোন সময় জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে। তবে মুনাফার তুলনায় তা অতি নগণ্য। আমরা অবশ্যই কোন ওষুধ কোম্পানির গিনিপিগ হতে চাই না। মরতেও চাই না। আমরা সুস্থ সুন্দর জীবন চাই। সুস্থ সুন্দর জীবনের জন্য আমাদের নিজেদের বদলাতে হবে। আমাদের সচেতন হতে হবে স্বাস্থ্য সম্পর্কে। প্রিয় পাঠক আপনারা কী জানেন, লাইফ স্টাইল পরিবর্তন করে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমরা ওষুধ ছাড়াই সুস্থ-সুন্দর জীবনযাপন করতে পারি। আমরা কি নিজেই নিজের চিকিৎসক হতে পারি না? সব ক্ষেত্রে না পারলেও বহু ক্ষেত্রে পারি। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে এবং বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে আমরা দিন দিন প্রাকৃতিক জীবনযাত্রা থেকে সরে এসে কৃত্রিম, অসুস্থ ও ক্ষতিকর জীবনযাপনের প্রতি ঝুঁকে পড়ছি। প্রাকৃতিক জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে আজ বিশ্বজুড়ে মানুষের শরীর-মন-আত্মার ওপর প্রচণ্ড নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। আমাদের মনে রাখা দরকার, সব ধরনের অসুস্থতা নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ বা প্রতিকারে এখনও চিকিৎসা বিজ্ঞানের হাতে কোন ম্যাজিক বুলেট নেই। স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস, সঠিক ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়া, নিয়মিত ব্যায়াম করা, ধূমপান বর্জন করা, লবণ, চর্বি, কোলেস্টেরল এবং বিপুল ক্যালরিসমৃদ্ধ খাবার পরিহার, মদ পান না করা, পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি পান করা। পর্যাপ্ত নিরুপদ্রব ঘুম এবং দুশ্চিন্তামুক্ত জীবনযাপন আমাদের অনেক রোগের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

আসুন আমরা সবাই আমাদের লাইফ স্টাইল পরিবর্তন করি এবং সুস্থ সুন্দর রোগমুক্ত জীবনযাপন করি।

ড. মুনীরউদ্দিন আহমদ : প্রফেসর, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়

চিকিৎসা বিজ্ঞানের হাতে কোন ম্যাজিক বুলেট নেই। স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস, সঠিক ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়া, নিয়মিত ব্যায়াম করা, ধূমপান বর্জন লবণ, চর্বি, কোলেস্টেরল এবং বিপুল ক্যালরিসমৃদ্ধ খাবার পরিহার, মদ পান না করা, পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি পান, পর্যাপ্ত নিরুপোদ্রব ঘুম এবং দুশ্চিন্তামুক্ত জীবনযাপন আমাদের অনেক রোগ থেকে রক্ষা করতে পারে।

East West University Library